দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সেশনজট ও কিছু আর্তনাদ

ইহসান আজিজ

গত জুনে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভিসি না আসায় কেউ জানে না সেটা কবে হবে। আমাদের আইবুড়ো বয়সটাকে আরেকটা হেচকি দিল যেন এই দীর্ঘসূত্রতা। এভাবে হেলায়-খেলায় আমাদের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করা হচ্ছে। চাকরিতে প্রবেশে আমাদের জন্য আলাদাভাবে সময় বাড়ানো হবে না নিশ্চয়

তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এখনো আমাদের স্বপ্ন। এদেশের অধিকাংশ মা-বাবাই অনেক কষ্টে তার সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠান। অটো কিংবা ভ্যান চালিয়ে, ক্ষেত-খামারে কাজ করে বাবা টাকা পাঠান তার সন্তানকে। সংসারের অনেক সুখকে তুচ্ছ করেন শুধুমাত্র সন্তানের পড়ালেখার জন্য। স্বপ্ন একটাই, সন্তান একদিন মানুষের মত মানুষ হবে, চাকরি পাবে। বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে। সংসারের ধরবে হাল, ফিরবে সচ্ছলতা। মানেন কিংবা না মানেন এটাই বাস্তবতা! প্রতিবার যখন বাড়ি যাই তখন বারংবার মুখোমুখি হয় চিরচেনা সেই প্রশ্নের ' বাবা! আর কতদিন লাগবে?' উত্তর দিতে গিয়ে থমকে যাই। কারণ গতবার যেটা বলে গিয়েছিলাম সেটা এখনও বলতে হবে যে। তাই ভনিতা করে বলি 'এইত বাবা, আর বেশি দিন না'। বাবা-মায়ের মলিন মুখে প্রতিধ্বনিত হয় আরো কিছু বাণী ' হ বাবা, তাড়াতাড়ি শেষ কর। আমরা যে আর পারি না। মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে। তোর বাপের কোমরের ব্যথা, আমার ডায়াবেটিসও যে ছাড়ে না...।' চলতে থাকে গভীর প্রত্যাশা মিশ্রিত কিছু আলাপ। আর আমরা নিজেদের সপে দিই ভাগ্যের হাতে। সেশনজট নামক এক ব্যাধির কবলে পড়ে হয়ে যাই পঙ্গু।

শুধু নিজেদের কথাই বলি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৪-১৫ সেশনের যারা আছে তারা ক্লাস শুরু করেছিল ২০১৪ সালে। সে হিসেবে তাদের ২০১৭ এর এই সময়ে চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারে থাকার কথা। কিন্তু তারা এখনও তৃতীয় বর্ষ প্রথম সেমিস্টারে ধুকছে (এক বছরে দুই সেমিস্টার)। সে হিসেবে প্রায় দেড় বছরের মতো পিছিয়ে তারা। ২০১৫-১৬ সেশনের যারা আছে তারা আছে প্রায় এক বছরের মতো পিছিয়ে। চার বছরে অনার্স কোর্স শেষ করতে লাগতে পারে ছয় বছর পর্যন্ত! এই যে অতিরিক্ত কয়েকটা বছর এগুলো আমাদের কে ফিরিয়ে দেবে? আমাদের দরিদ্র মা-বাবাদের আর কত মিথ্যা অযুহাত দিব? সেশনজটকে ঝেড়ে বিদায় করা কি আসলে খুব কঠিন!

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ছয় মাসের এক সেমিস্টারে একজন শিক্ষককে তার কোর্সের উপর ৪০টা ক্লাস অর্থাৎ ৪০ ঘন্টা লেকচার দিতে হবে। একজন শিক্ষক সাধারণত ২৫ থেকে ৩৫টা ক্লাস নিয়ে থাকেন। ধরে নিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল বা অন্য কোনো কারণে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ক্যাম্পাস এক দেড় মাসের মতো বন্ধ হয়ে গেল (সাধারণত এর বেশি হয় না)। অর্থাৎ ছয় মাস থেকে চলে যাচ্ছে এক মাসের মতো। সেমিস্টার ফাইনালের জন্য লাগে একমাস। একজন শিক্ষক কি এই চার মাসের মধ্যে মাত্র ৩৫/৪০ ঘন্টা ক্লাস নিতে পারবেন না? নিশ্চয় এটা শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের জন্য কোনো কঠিন বিষয় হবে না। এ হিসেবে কোনো সমস্যা যদিও হয় সেটা কাটিয়ে নেওয়া সম্ভব। ছয় মাসের সেমিস্টার চার কিংবা পাঁচ মাসে শেষ করা কোনো ব্যাপারই নয়। এতে সেশনজটের কবলে পড়ে হাহাকার করবে না কোনো শিক্ষার্থী। কিন্তু এ রকম কিছু দেখা যায় না, উল্টো বছরের পর বছর পিছিয়ে যাই আমরা। কারণ একটাই সদিচ্ছার অভাব। কোটি কোটি জনসংখ্যা তার মধ্যে কয়েক হাজার একটু পিছিয়ে গেলে সমস্যা কী? কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় এটাই ভাবেন, না হলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগে মাসের পর মাস লাগার কারণ কী? আল্লাহই জানেন, নতুন ভিসি খুঁজতে কি নতুন কোনো গ্রহে অভিযান চালানো লাগে কিনা। যেখানে অধিকাংশ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভিসির পদ খালি, সেখানে ভিসিই হচ্ছেন সর্বমেয়। তাকে ছাড়া পুরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল বলা চলে। আমাদের ভিসি স্যারের মেয়াদ শেষ হয় মে মাসের ৩ তারিখে। এখন আড়াই মাস হতে চলল কিন্তু এখনও কোনো ভিসি নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তার জন্য আটকে আছে গত সেমিস্টারের রেজাল্ট প্রকাশ থেকে সবকিছু। গত জুনে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভিসি না আসায় কেউ জানে না সেটা কবে হবে। আমাদের আইবুড়ো বয়সটাকে আরেকটা হেচকি দিল যেন এই দীর্ঘসূত্রতা। এভাবে হেলায়-খেলায় আমাদের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করা হচ্ছে। চাকরিতে প্রবেশে আমাদের জন্য আলাদাভাবে সময় বাড়ানো হবে না নিশ্চয়। তাহলে এই সময়গুলো আমাদেরকে কে ফিরিয়ে দেবে? আর্তনাদগুলো পৌঁছাবে কি উপর মহলে?

● লেখক : শিক্ষার্থী, বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাংগাইল

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ...
তারিখ ...
স্বাক্ষর